ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি এবং ...

চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল

দেশে স্কুল ও কলেজে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়ানো হয়। ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে এখানে বিতর্ক ছিল। কেউ পক্ষে বলেছেন কেউ বিপক্ষে। পক্ষে, বিপক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে। ইংরেজী পাঠ্যসূচীতে থাকবে কি থাকবে না সে বিতর্কে না যেয়ে ইংরেজী যদি শিখতেই হয় তাহলে এর শিক্ষা পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা দরকার।

ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ও সারা বিশ্বে বহুল প্রচলিত। কিন্তু স্কুল ও কলেজে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয় তাতে কি ছাত্ররা ইংরেজী শিখতে পারছে? এখানে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হয় বেশি। যা শেখানো হয় তার বেশির ভাগই কর্মক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। আমাদের পাঠ্যসূচীতে শেক্সপিয়ারের গল্প, টেনিসনের কবিতা পড়ানো হয়। ইংরেজী ভাষায় কি করে কথা বলতে হয় তা শেখানো হয় না। স্পোকেন ইংলিশকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ এর প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

পাঠ্যসূচীতে যে গল্প কবিতা পড়ানো হয় তা ছাত্রদের জন্য কঠিন। ছাত্ররা নিজেরা পড়ে তা বুঝতে পারে না। তাদেরকে প্রাইভেট টিউটর ও নোট বইয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে নিজস্ব মেধা খাটিয়ে কিছু করার সুযোগ নেই। ছাত্রদের মুখস্ত শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। পরীক্ষায় পাস করার জন্য বড় বড় Broad Question, Essay, কবিতা Substance মুখস্ত করতে হয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এগুলো কোন কাজে লাগে না। বর্তমান পদ্ধতিতে পরিশ্রম হয় বেশি সেই তুলনায় শেখা হয় কম।

একটা ছেলে যখন ক, খ পড়া শুরু করে তখনই A, B, C, Dও পড়া শুরু করে। কিন্তু এইচএসসি পর্যন্ত বার বছর পড়ার পরও ভালভাবে ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়ার পরও ছাত্রদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্স করতে দেখা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। ইংরেজী বলার প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু তারা স্কুল ও কলেজেই পেতে পারত।

উল্লেখ্য, রাশিয়াতে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বাংলাদেশী ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। সেখানে রুশ ভাষা হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। তাই সবাইকে মূল বিষয়ে পড়া শুরু করার আগে রুশ ভাষার ওপর একটা কোর্স করতে হয়। আমরা যখন প্রথম রাশিয়াতে যাই রুশ ভাষা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসেই আমরা রুশ ভাষা ভাল শিখে ফেলেছিলাম। পরবর্তীতে রুশ ভাষায় লেখা পড়া করতে আমাদের কোন অসুবিধাই হয়নি। শুধু যে অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যই আমরা দ্রুত শিখতে পেরেছিলাম তাই নয়। রুশ ভাষায় লেখাপড়া করতে ও চলার জন্য যা প্রয়োজন আমাদের তাই শেখানো হয়েছিল। আমাদেরকে পুশকিনের কবিতা ও তলস্তয়ের উপন্যাস নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে হয়নি। রুশ সাহিত্য আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

আমাদেরও এখন মাথা থেকে ইংরেজী সাহিত্যের বোঝা নামিয়ে ফেলতে হবে। শিক্ষাসূচী পরিবর্তন ও শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচী প্রণয়ন করতে হবে। ইংরেজী সাহিত্যের সাথে পরিচিত হওয়ার চেয়ে ইংরেজী ভাষা শেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক ও মৌখিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে স্নাতক শ্রেণীতেও ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এইচএসসি পর্যন্তই যথেষ্ট, স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি কারও আগ্রহ থাকলে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্নাতক শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ রাখা যেতে পারে, কিন্তু বাধ্যতামূলক করে সবার উপর চাপিয়ে দেয়া সঙ্গত নয়। তারচেয়ে কাজ চালানোর উপযোগী ব্যবহারিক ইংরেজী শিক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

তারিখ ... 18 JAN 1998 ...
পৃঃ ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব